R. N. No. 2532/57 Phone No. RGG.112 Regd No.—WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
অল্পব্যয়ে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

সকলের প্রিয় এবং মুখরোচক
স্পেশাল লাড্ডু
ও
শ্লাইজ ব্রেডের
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান
সতীমা বেকারী
মিঞাপুর
পোঃ ঘোড়শালা (মুর্শিদাবাদ)

৭৪শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১৯শে শ্রাবণ বুধবার, ১৩৯৪ সাল ৫ই আগষ্ট, ১৯৮৭ সাল। | নগদ মূল্য : ৪০ পয়সা বার্ষিক ২০৲ সডাক

সরকার জঙ্গিপুর পুরসভা ভেঙ্গে দিলেন

রঘুনাথগঞ্জ : জঙ্গিপুর পুরসভা ভেঙে দিয়ে মহকুমা শাসককে পুরপ্রশাসক নিয়োগ কোরে দুটি সরকারী আদেশ জ'রী হোলো। প্রথম আদেশে সরকার পুরসভা ভেঙ্গে দিলেন এবং দ্বিতীয় আদেশ বলে মহকুমা শাসককে পুরপ্রশাসক নিযুক্ত করা হোলো। ৩ আগষ্ট মহকুমা শাসক শ্রীমতী রীনচেন টেম্পো সরকারী আদেশ বলে পুরসভার সর্ব্বময় কর্তৃত্ব গ্রহণ করেন। জানা যায় আগামী আগষ্ট '৮৮ পর্য্যন্ত পুরপ্রশাসকরূপে মহকুমা শাসকের কার্য-কাল বহাল থাকবে। কমিশনারদের অন্তর্কলহের ফলে পুরসভার কাজকর্ম অচল হয়ে পড়ায় তাঁদের ক্ষমতাচ্যুত করতে সরকার বাধ্য হলেন বলে খবর।

ফরাক্কা বিদ্যুৎ প্রকল্পের এক্সিকিউটিভ এ্যাসোসিয়েশনের মতে সিটুর আন্দোলন অযৌক্তিক

বিশেষ সংবাদদাতা : সি, এম, ও-কে কেন্দ্র করে ফরাক্কা এন, টি, পি, সিতে সিটুর কর্ম-কর্তাদের উপর যে শাস্তি নেমে এসেছে, তার বিরুদ্ধে সিটু কর্মী ইউনিয়ন গত ২৭ জুলাই থেকে আন্দোলন শুরু করেছেন। এন, টি, পি, সির এক্সিকিউটিভ এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষে ঐ সংস্থার যুগ্ম সম্পাদক পি, পুরকায়স্থ, সাধারণ সম্পাদক এ, প্রসাদ ও সভাপতি মুকুল ব্যানার্জী এক শ্বেতপত্র প্রকাশ করে ঐ আন্দোলনকে অগণতান্ত্রিক, অযৌক্তিক আখ্যা দিয়েছেন। তাঁরা শ্বেতপত্র মারফৎ জানান, গত ১৯ জুনের ঘটনায় সি, এম, ও ডাঃ কল্যাণ-কুমার দাসগুপ্তের উপর অহেতুক জুলুমবাজী ও শারীরিক আঘাত করা হয়। তাঁদের বক্তব্য, ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক কে, এল, মিশ্রের মেডিকেল টি, এ, বিলে সহি করতে অস্বীকার করে তিনি কোন বে-আইনী কাজ করেননি। কে, এস, মিশ্র মালদায় চিকিৎসা করানোর ও যাতায়াতে ট্যাক্সী ভাড়া কেন করলেন তার কোন সন্তোষজনক কারণ দেখাতে না পারায় তিনি ঐ বিলে সহি করতে অস্বীকার করেন। এবং সে অধিকারও তাঁর আছে। সিটু পরিচালিত ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনের পথে না এগিয়ে তাঁর চেম্বারের দরজা বন্ধ করে তাঁকে যথেচ্ছ অপমান, এমনকি শারীরিক আঘাতও করেন। এই ঘটনার কথা জানতে পেরে এক্সিকিউটিভ এ্যাসোশিয়েশন এ ব্যাপারে সত্বর ব্যবস্থা নিতে ঊর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষকে দাবী জানান। কিন্তু কর্তৃপক্ষ তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা না নিয়ে তথ্যানুসন্ধান কমিটি বসিয়ে সময় নষ্ট করতে থাকলে, তাঁরা তার প্রতিবাদে কালো ব্যাজ ধারণ করেন। সিটুর কর্মকর্তারা গণতান্ত্রিক পথে না গিয়ে ব্যাজ খুলে ফেলার জন্য তাঁদেরকে ভীতি প্রদর্শন করতে থাকেন। ব্যাজ পরিহিত থাকলে অফিসারদের আদেশ পালন করবেন না জানিয়ে দেন ও সেইভাবে এক্সিকিউটিভদের আদেশ অমান্য করে কাজ বন্ধ করে দেন। এক্সিকিউটিভ এ্যাসোশিয়েশন আরোও জানান, এ ঘটনা নতুন নয়। বেশ কিছুদিন ধরে ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের কর্মীরা ইউনিয়নের মদতে খেয়াল খুশিমত কাজ কর-ছিলেন। অফিসে আসা-যাওয়ার বা কাজ করার কোন নিয়ম মেনে চলছিলেন না। এমনকি উপর-ওয়ালাদের আদেশ অগ্রাহ্য করে তাঁদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য (শেষ পৃষ্ঠায়)

পুরসভা অধিগ্রহণে শহরে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ৩ আগষ্ট পুরসভা অধিগ্রহণের সংবাদ ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শহরের সকল শ্রেণীর মানুষের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। শহরের বুদ্ধিজীবী মহল মনে করেন পুরসভা অধিগ্রহণ কোরে সরকার সময়োচিত ও যথার্থ কাজ করেছেন। কেন না সম্প্রতি পুরপতি নির্বাচনে কমিশনার-দের অস্থিরতার ফলে জনসাধারণ স্বভাবতই তাঁদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের আত্মকলহে শহরের উন্নয়নের ক্ষেত্রে যে গোলমাল দেখা দেয় তাতে সকলেই মনেপ্রাণে ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং বর্তমান পরিস্থিতিতে অনেকেই সরকারী অধিগ্রহণ মনেপ্রাণে চাই-ছিলেন বলে জনৈক পুরবাসী অভিমত প্রকাশ করেন। পুর কর্মচারী ইউনিয়নের জনৈক নেতা এক সাক্ষাৎকারে বলেন—যদিও তাঁরা গণতান্ত্রিক রীতিনীতিবোধে স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় সরকারী হস্তক্ষেপের পক্ষপাতী নন, তবুও জঙ্গিপুর পুরসভার বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে অধিগ্রহণ করা ছাড়া কোন পথ ছিল না বলেই মনে করেন। তদুপরি বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে যেভাবে কমিশনারদের একাংশ কর্মচারীদের বেতনের বিলে সহি দিতে অস্বীকার করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি করেন তা কর্মচারী স্বার্থে আঘাত করা ছাড়া কিছুই নয়। যে কারণে ভবিষ্যতে আরও অশান্তি ঘটার চেয়ে সরকারী অধিগ্রহণই শ্রেয় হয়েছে বলে মনে করেই তাঁরা সরকারের এ সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাচ্ছেন। প্রাক্তন পুরপতি ডাঃ গৌরীপতি চ্যাটার্জি বলেন—বর্তমান বোর্ড পুরপতির আসনকে কেন্দ্র কোরে যে নক্কারজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করলেন তা নজীরবিহীন। চেয়ারের লড়াই এর পূর্ব্বে যে না হয়েছে তা (২য় পৃষ্ঠায়)

পুনরায় জনতা চা : প্রতি কেজি ২৫-০০টাকা
চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৯শে শ্রাবণ, বুধবার ১৩৯৪ সাল।

সমগোত্রীয়

সম্প্রতি মাননীয় রাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতাল পরিদর্শন করিয়া সাংবাদিকদিগকে ইহার সম্বন্ধে মন্তব্য প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহা একটি দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহার মতে রাজ্যের হাসপাতালগুলির মধ্যে দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালই নাকি 'নিকৃষ্টতম'।

কোন বিচারে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় দুর্গাপুর মহকুমা হাসপাতালের এই শিরোপা দিয়াছেন তাহা জানা নাই। তবে একমাত্র এই হাসপাতালটিকেই চিহ্নিত করিবার ব্যাপারে আমরা তাঁহার সাহত একমত হইতে পারিতেছি না। ইহার দোসর যে এই রাজ্যে আরও মিলতে পারে, তাহার অন্তত একটি উদাহরণ আমরা দিতে পারি। সে হিসাবে জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল উল্লেখ্য।

এই হাসপাতালের ভিতরে নানা জায়গায় আবর্জনার পাহাড় জমিতেছে। তাহা অপসারণের কোন ব্যবস্থা নাই। মহিলা বিভাগের আশপাশ নরককুণ্ডকেও লজ্জা দেয়। বিচিত্র সব নোংরা জিনিস যত্রতত্র জমা হইতেছে ও পচিতেছে। উহাদের পূতিগন্ধে পিশাচ সিদ্ধিপ্রয়াসী সাধকেরও বিবমিষা হইতে বাধা। প্রসূতি বিভাগের পরিচ্ছন্নতা এমনই যে, সুস্থ প্রসূতিও অসুস্থ হইয়া পড়িবেন। পয়ঃপ্রণালীগুলির হাজামজা অবস্থা; ব্যাহত জলনিকাশে দুর্গন্ধযুক্ত ও মশককুলের যোগ্য জন্মস্থান। এই সব ছাড়িয়া ডাক্তারদের কোয়ার্টারে যাওয়া যাক। প্রবেশ পথের ফটকের কোণে সমাসিত জঞ্জাল, সিঁড়িগুলিতে ঝাঁট পড়ে না বোধ হয়। আর দেওয়ালগুলিতে শতাব্দীর ঝুল দোদুল্যমান। ডাক্তার এবং আর সকলেই অবলীলাক্রমে এই পথে ওঠানামা করেন। হাসপাতালে ঔষধপত্রের অভাব, এক্সরে যন্ত্রের দুর্বলতা, কর্মীদের কর্মনিষ্ঠা ইত্যাদি সম্পর্কে আমরা কোন মন্তব্য করিতেছি না। তবে একবার রন্ধনশালার কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

রোগীদের পথ্যাদি অপথ্য বা কুপথ্য যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, তাহা বোধ হয় এই হাসপাতালের অমানুষ-রোগীদেরই খাদ্য। শক্ত কদন্ন, ডাল নামের পীতবর্ণোদক, কুমড়া-কচুঘণ্ট, অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস কিংবা বরফজীর্ণ মৎস্যদেহখণ্ড, দুগ্ধ নামক পানিসা শুভ্র তরল ইত্যাদি বাহিত ঠেলাগাড়িটি রোগীদের নিকট আনা হইলে উক্ত খাদ্য-দাক্ষিণ্য নির্ভর রোগীরা স্বস্তি বা হতাশা—কি শ্বাস ফেলেন, তাহা আমাদের অজ্ঞাত।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয় একটু কষ্ট করিয়া অনুগ্রহপূর্বক একবার বিনা নোটিশে হঠাৎ পরিদর্শনে এখানে আগমন করিলে আবর্জনার সৃষ্ট ঢিবি, প্রসূতি বিভাগে দুর্গন্ধবাহী অপরিমেয় ক্লেদাক্ত বস্তুর ক্রমসঞ্চয়, অখাদ্য খাদ্যাদি দেখিয়া আরও নিকৃষ্টতম মহকুমা হাসপাতালের সন্ধান পাইবেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

রিক্সা চালকদের জুলুম

গত ২০শে জুলাই বেলা ১০টা নাগাদ আমি রঘুনাথগঞ্জের ডাক্তার পি, মুখার্জীর চেম্বার হতেরিক্সায় রঘুনাথগঞ্জ গাড়ীঘাটে নেমে নির্দ্ধারিত ভাড়া 'এক টাকা' দিতে গেলে রিক্সাচালক এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা দাবী করে। রেট নিয়ে রিক্সাচালকের সঙ্গে আমার তীব্র তর্কাতর্কি হয়। চালক লাইসেন্স বুকের নির্দ্ধারিত ভাড়ার তালিকা দেখাতে চায় না। চালকের খুশীমত ভাড়া দিলেও তাহার বিনিময়ে রসিদ দিতে অস্বীকার করে। গায়ের জোরে আমার মর্য্যাদা হানির চেষ্টা করে। সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয়, উক্ত রিক্সার গায়ে কোন নাম্বার লেখা ছিল না। ফলে লিখিত অভিযোগ করা সম্ভব হয়নি। লক্ষ্য করলে সকলেই দেখতে পাবেন অনেক রিক্সার গায়ে কোনও নম্বর থাকে না। জঙ্গিপুর-রঘুনাথগঞ্জের পুরবাসীরা অনেকেই জানেন বিগত ১৬।৭।৮৫ কমিশনারগণের সভায় সাইকেল-রিক্সার ভাড়া নির্দ্ধারণপূর্বক জঙ্গিপুর পুরসভা ও রঘুনাথগঞ্জ থানা রিক্সা প্যাডলারস ইউনিয়নের মিলিত সভায় কয়েকটি সুনির্দ্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এ বিষয়ে গত বৎসর জঙ্গিপুর পৌরসভার পক্ষ হতে সর্ব্বসাধারণের অবগতির জন্য একটি প্রচার পত্রও বিলি করা হয় এবং সমগ্র পৌর এলাকায় এ বিষয়ে ঘোষণা করা হয়। উক্ত প্রচার পত্রের ১০নং সিদ্ধান্তটি নির্দ্ধারিত ভাড়ার বেশী আদায় করলে চালককে দোষী করা হবে এবং তার চালক লাইসেন্স বাতিল করা হবে। নির্দ্ধারিত ভাড়ার তোয়াক্কা না করে বর্তমানে খুশীমত রিক্সাভাড়া আদায় করা হচ্ছে। আর জনগণ তা মানতে বাধ্য হচ্ছেন। যদি এই অবস্থাই চলতে থাকে তাহলে পৌরসভার নির্দ্ধারিত ভাড়ার রেট এবং ঘোষণার সার্থকতা কোথায়?

এরূপ অবাঞ্ছিত ও অপ্রীতিকর ঘটনা হয়ত বহু জনের ভাগ্যেই ঘটছে। সুতরাং সমস্যার সমাধানকল্পে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলো। অবিলম্বে এই জুলুমবাজী বন্ধ না হলে জঙ্গিপুর পুরসভার অন্তর্গত সর্বস্তরের জনগণ রিক্সাচালকদের জুলুম ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক উপায়ে আন্দোলন করতে বাধ্য হবেন।

আনন্দগোপাল পাণ্ডে, জঙ্গিপুর

এবার ক্ষ্যামা দে

অনুপ ঘোষাল

শ্রাবণের প্রথম সংখ্যায় লিখেছিলাম, 'জল দে, পানি দে।' আবেদন এমন নাড়া দেবে ওপরঅলাকে ভাবতে পারিনি। সাত তারিখেই নামল অঝোর বর্ষা। যেন পাগলা হাতির ঘুম ভেঙেছে। মাঠঘাট ভেসে গেল। ভেবেছিলাম—ঈশ্বরাল্লাকে ধন্যবাদ জানিয়ে লিখব পরের প্রতিবেদন। কিন্তু বাধ সাধলেন তিনিই। মাঠের ওপর দিয়ে হুহু করে বয়ে যাচ্ছে স্রোত। ওপরে মেঘেরও নেই বিরাম—মাঝে মাঝেই এমন ঝেঁকে ঢালছেন, জলের ওপর দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে জল। বিচিত্র তাঁর ইনসাফ! যখন দেবেন না—শুকিয়ে সব কাঠ। আর হঠাৎ খেয়াল হলে যখন ঢালতে শুরু করবেন—বাড়িঘর, মাঠপথ থৈথৈ। 'রোক্কে, রোক্কে!' বলে হাজার চেল্লালেও রেহাই নেই।

আষাঢ় পেরিয়ে শ্রাবণের প্রথম বর্ষায় চাষাদের মুখে যে খুশির ঝিলিক দেখেছিলাম, এখন ধুয়ে সাফ। আল ভেঙে বয়ে যাচ্ছে, সাধারণতিক রোয়া বন্ধ! প্রথম চোটেই যেটুকু কাজ হয়েছে। রাঢ়ের দশ আনা জমিই ঢাকা পড়েনি। হাড়ুড়ার জোলে দেখলাম—মেঘ ধরলেও সাতদিন বইবে জল, তারপর মুনিষ নামবে। আকাশের দিকে ফের জুলজুল করে চেয়ে ঘরে বসে থাকো। এবার কখন ধরে বৃষ্টি। আজব প্রকৃতি! ঘরেও কি বসে থাকা যায়? কাঁচাবাড়ির দেয়াল পড়ছে গলেগলে। চাল ফুটো হয়ে চার দেয়ালের মধ্যেও তুমুল বর্ষা। উঠোন উপচে ঘরের মেঝের ছলছলাৎ, কড়াই হাঁড়ি ভাসছে। তার থাকলে তো ডুববে। এক কোণে বুড়ো ব্যাঙ গোঁগোঁ করছে, অন্য কোণায় হয়ত সভানে প্রাণীটি গোঁজ মেরে পড়ে আছে। আপৎকালীন সহাবস্থান।

বর্ষা যত জাঁকিয়ে আসছে জিনিষপত্রের দাম চড়ছে হুহু করে। এ এক নয়া আকাল। সবই আছে, প্রচুর আছে। অথচ নাগালটি পাবে না। মাস আনা বাবুরা তো যা হোক করে সামাল দেবেন, গাঁয়ের 'মুখ্যু'গুলোর মাঠে না নামলে হাঁড়ি চড়বে না। গোবর পচছে গোয়ালে, ঘুটে বাড়ন্ত, লোকৃড়ি ভিজে কাদা। পেটের আগুন যতই চড়া হোক, তাতে কি আর উনুন ধরে?

বাইরে জল, ঘরে জল। পুকুর-পুষ্করিণী টইটম্বুর। বাড়তি স্রোত ভাগীরথী বেয়ে হারিয়ে যাবে। ধান পুঁতলেই তো মোক্ষ নয়! তারপর পাশকাঠি ছাড়ার সময়, থোড় আসার কালে—আবার হয়ত মাঠ শুকিয়ে ফাট। ফের হাহাকার! আহা, এই ভেসে যাওয়া জল কটাদিন পরের জন্য আকাশের কোথাও ব্যারেজ বেঁধে যদি জমা রাখতেন তিনি! টান পড়লেই লকগেটের দর্জা খুলে ঝিরঝির নেমে আসত। প্রকৃতিদেবীর মথার ছিটকে সামাল দেবে কে?

এখন গাঁয়ের মানুষের উল্টো কামনা—কখন হবে একটু রোদ, ধরবে আকাশ! ভিন্ন তাহার প্রার্থনা—এবার ক্ষ্যামা দে!

পুরসভা অধিগ্রহণ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নয়, তবে এবারে যা হোল তাতে তাঁদের অস্থির মস্তিষ্ক জঙ্গিপুর পুরবাসীকে দেশের সর্বত্র হেয় কোরে তোলে। এ অবস্থা চলতে থাকলে জনহিতকর ও উন্নয়নমূলক সব কাজই ব্যাহত হতো। এবং তা কোন মতেই চলতে দেওয়া যায় না। —এক্ষেত্রে পুরসভা ভেঙে দিয়ে ও প্রশাসক নিয়োগ কোরে সরকার ঠিকই করেছেন বলে তিনি মন্তব্য করেন। পুর কমিশনার ও সি পি এম দলনেতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য মন্তব্য করেন—সি পি এম দল গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তাঁরা সে কারণেই কোন গণতান্ত্রিক সংস্থা অধিগ্রহণের বিরোধী পুরসভার অধিগ্রহণে তাঁদের গোপন হস্তক্ষেপের যে সমস্ত কথা কোন কোন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে তা স্বকপোলকল্পিত বলে তিনি দৃঢ়ভাবে জানান। তিনি বলেন, পুরসভার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী কংগ্রেসের অন্তর্দ্বন্দ্বেরই ফলশ্রুতি। এ ক্ষেত্রে তাঁদের করণীয় কিছুই ছিল না। কংগ্রেস দল থেকে নানা প্রলোভনে কমিশনার কেনাবেচার মনোবৃত্তিকে তাঁরা ঘৃণ্য চক্রান্ত বলে মনে করেন। এই অবস্থায় পুরসভার উন্নয়নমূলক কাজ ব্যাহত হচ্ছিল, এমন কি পুরকর্মীদের বেতন দেওয়া অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই পরিস্থিতির মূল্যায়ন কোরে তাঁদের সরকারের ওই সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। বিধায়ক হাবিবুর রহমানের (শেষ পৃষ্ঠায়)

গ্রামীণ উন্নয়ন ও পরিবার কল্যাণ নিয়ে আলোচনা চক্র

জঙ্গিপুর ঃ গত ২৭ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের উদ্যোগে তেঘরী-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের সম্মতিনগর জৈন মন্দির প্রাঙ্গণে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন কর্ম্মসূচী রূপায়ণ ও পরিবার কল্যাণ বিষয়ে এক আলোচনা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনা সভায় সভানেত্রী ও প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে শ্রীমতী রিনচেন টেমপো, মহকুমা শাসক, জঙ্গিপুর এবং সুজয় নিয়োগী, এ পি ও মুর্শিদাবাদ ডি, আর, ডি, এ। ৭০ জন মহিলা সহ প্রায় ২০০ গ্রামবাসী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন আই, আর, ডি, পি প্রকল্পে উপকৃত কিছু ব্যক্তি ও সম্মতিনগর মহিলা সমিতির বহু সদস্যা এই সভায় সামিল হন। রঘুনাথগঞ্জ ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মহঃ আমজাদ আলি আই, আর, ডি, পি প্রকল্প ও পরিবার কল্যাণ কর্ম্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লকের বি, ডি, ও সেলিম পটুয়া গ্রামীণ উন্নয়ন পরিকল্পনার বিভিন্ন কর্ম্মসূচী ও পরিবার কল্যাণে বাস্তব ও সুষ্ঠু রূপায়ণের মাধ্যমে ব্লকের দারিদ্র সীমার নিচে পড়ে থাকা পরিবারের আর্থসামাজিক অগ্রগতি অব্যাহত রাখার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। আই, আর, ডি, পি প্রকল্পে উপকৃত ব্যক্তিদের মধ্যে থেকে ও মহিলাদের পক্ষ থেকে কয়েকজন আলোচনায় অংশ গ্রহণ করেন। পরিবার কল্যাণ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতাল থেকে আগত ডাঃ ডি পি চট্টোপাধ্যায় ও রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লক মেডিক্যাল অফিসার। ব্যাঙ্কের পক্ষে বক্তব্য রাখেন ম্যানেজার, গৌড় গ্রামীণ ব্যাঙ্ক, সম্মতিনগর শাখা। প্রধান অতিথি সুজয় নিয়োগী আই, আর, ডি, পি প্রকল্পের উদ্দেশ্য, তাৎপর্য্য এবং গ্রামীণ উন্নয়নে তার প্রয়োজনীয়তা ও সুষ্ঠু রূপায়ণের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে সুন্দর ব্যাখ্যা দেন। তিনি আরও বলেন, ডি আর ডি এ সংক্রান্ত আলোচনা সভা সর্বপ্রথম এখানেই অনুষ্ঠিত হলো। সে কারণে রঘুনাথগঞ্জ ২নং ব্লককে এ বিষয়ে অগ্রণী বলে ধরা যায়। সভানেত্রী, জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক, শ্রীমতী রিনচেন টেমপো তাঁর ভাষণে সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন ও পরিবার কল্যাণ কর্ম্মসূচীকে বাস্তব রূপায়ণের মাধ্যমে জনকল্যাণে কার্য্যকর করার জন্য সরকারী, বেসরকারী, পঞ্চায়েত, গণসংগঠন ও সমাজের বিভিন্ন স্তরের কর্মীদের একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান।

প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের জন্য থার্ড মেডিকেল অফিসার

রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য নির্দেশিকা পরিকল্পের অধীন ১৯৭৮ নির্বাচিত প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের জন্য ১২৭ জন থার্ড মেডিকেল অফিসারের পদ বহাল রাখার সিদ্ধান্ত মঞ্জুর করেছেন। বর্তমানে ১-৩ ৮৭ থেকে ৩১ আগষ্ট ১৯৮৭ পর্যন্ত এইরূপ বহাল রাখা হবে।

পরিবেশ দূষণ নিয়ে আলোচনা

সাগরদীঘি ঃ স্থানীয় বিধায়ক পরেশ দাস গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের মনিগ্রাম কমিটির সহযোগিতায় মনিগ্রাম বাস ষ্ট্যাণ্ডে পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে এক সভার আয়োজন করেন। প্রধান অতিথি সাগরদীঘি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কানাইলাল চক্রবর্ত্তী পরিবেশ দূষণ ও বৃক্ষরোপণ সম্বন্ধে বক্তব্য রাখেন। বি ডি ও বাদলচন্দ্র দাস গ্রামের পরিবেশ দূষণ কিভাবে রোধ করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা করেন। বিধায়ক পরেশ দাস পরিবেশ দূষণ ও এই সভার উদ্দেশ্য কি বর্ণনা করেন। ফরেষ্ট বিট অফিসার সত্যানন্দ মিশ্র বৃক্ষ রোপণ প্রয়োজনীয়তার নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন বাবলুরঞ্জন ভট্টাচার্য্য।

বাস দুর্ঘটনা

সাগরদীঘি ঃ বহরমপুর-রঘুনাথগঞ্জ ভায়া সাগরদীঘি রুটের 'মুসাফির' বাসটি গত ৩ আগষ্ট দুপুরে রঘুনাথগঞ্জ আসাকালীন মির্জাপুর ও খোজারপাড়ার মাঝামাঝি জায়গায় দুর্ঘটনায় পড়ে। চলন্ত অবস্থায় সামনের চাকা ফেটে গিয়ে বাসটি রাস্তার নীচে খাদে নেমে পড়ায় কয়েকজন যাত্রী অল্পবিস্তর জখম হন।

যা চান তাই পাবেন
অবশেষে
ভোম্বল পণ্ডিতের দোকান
(রঘুনাথগঞ্জ বস্ত্রালয়ের সামনে)
রঘুনাথগঞ্জ ॥ মুর্শিদাবাদ

আন্নর আন্বষণে অরণ্য

কোটি কোটি বছর আগের কথা। প্রাণের চিহ্নবিহীন পৃথিবীর আবহ তখন ছিল কার্বন-ডাই-অক্সাইডে পূর্ণ। এরপর উদ্ভিদ জগতের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আবহমণ্ডলে জমলো অক্সিজেন, যার ফল হিসেবে দেখা দিল প্রাণীজগৎ। উদ্ভিদই বাতাস থেকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শুষে নিয়ে ত্যাগ করে অক্সিজেন—প্রাণীজীবনের পক্ষে যা অপরিহার্য।

এছাড়াও আমাদের খাদ্য এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অরণ্যই জোগায়। অরণ্য ব্যতীত আমাদের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু উন্নতির নামে সর্বত্র চলেছে বৃক্ষনিধন। পরিবেশ ধ্বংসকারী এই কর্মকাণ্ড অবিলম্বে বন্ধ হওয়া প্রয়োজন। অরণ্য চিরজীবী হলে তবেই আমরা রক্ষা পাবো। রক্ষা পাবে পৃথিবীর প্রাণীকুল।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার মুখ্য কৃষি আধিকারিক এই জেলার চাষী ভাইদের জানাচ্ছেন যে, অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও মুর্শিদাবাদ জেলার বিভিন্ন কৃষি খামারে উন্নত জাতের "ইষ্ট কোষ্ট টল" নারিকেল চারা তৈরী করা হইয়াছে। এই চারা প্রতিটি ৮-০০ (আট) টাকা মূল্যে বিক্রি হইতেছে। আগে আসলে আগে পাবেন এই ভিত্তিতে বিতরণ করা হইতেছে। নারিকেল চারা সংগ্রহের জন্য কৃষি কর্ম্মচারীর সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করুন। নারিকেল চারা এই সব কৃষি খামারে পাবেন।

আরও জানান যাচ্ছে যে, ভারত সরকার এর নারিকেল উন্নয়ন বিভাগ কর্তৃক নারিকেল চাষের উন্নতিকল্পে কৃষকদের আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এ বিষয়ে বিশদ বিবরণের জন্য স্থানীয় কৃষি উন্নয়ন আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

নারিকেল চারা প্রাপ্তি খামার

১।	মডেল ফার্ম বহরমপুর	২।	হরিহরপাড়া কৃষি খামার
৩।	নওদা কৃষি খামার	৪।	জলঙ্গী ,,
৫।	ভগবানগোলা ১নং ,,	৬।	রাণীনগর ১নং ,,
৭।	নবগ্রাম ,,	৮।	কান্দী ,,
৯।	বড়ঞা ,,	১০।	খড়গ্রাম ,,
১১।	সাগরদীঘি ,,	১২।	ফারাক্কা ,,

জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, মুর্শিদাবাদ

পুরসভা অধিগ্রহণ

(২য় পৃষ্ঠার পর)

সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান —তাঁদের এ আশঙ্কা বরাবরই ছিল যে সি, পি, এম যে কোন সুযোগেই পুরসভা ভেঙ্গে দিয়ে সুকৌশলে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে। নির্বাচিত জন-প্রতিনিধিদের ক্ষমতাচ্যুত করা সব সময়েই অগণতান্ত্রিক। পুরসভায় এমন কোন অবস্থা ঘটেনি যাতে অচল অবস্থা দূর করতে সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে নিতে হলো। তাঁর ধারণা এখন মহকুমা শাসককে প্রশাসক করে রাখলেও কিছুদিনের মধ্যে দলীয় নেতাদের নিয়ে প্রশাসকমণ্ডলী গড়ে তোলা হবে; কয়েক বছর আগে যেমনটি করা হয়েছিল। প্রাক্তন এম, এল, এ মোঃ সোহরাব বলেন—গণ-তন্ত্রকে স্বৈরতন্ত্রী শাসকগোষ্ঠী গলা টিপে মারলেন। পুরসভা ভেঙ্গে দেওয়ার ঘটনা ধিক্কারজনক বলে তিনি মন্তব্য করেন। বোঝা যাচ্ছে ফ্রন্ট সরকার কংগ্রেস (ই) এর দখল থেকে জঙ্গিপুর পুরসভাকে ছিনিয়ে নিতে তৈরীই ছিলেন। অনেক তরুণ কংগ্রেস সমর্থক বলেন—সি, পি, এম পরমেশ পাণ্ডেকে নিয়ে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ে নামে, কিন্তু দিলীপ সাহার দলত্যাগে তাদের সে আশা পূর্ণ না হওয়ায় নতুন পদ্ধতি নিয়ে এবং ওপরতলায় প্রভাব খাটিয়ে দলীয় সরকারের সহায়তায় আমাদের গদিচ্যুত করে। তিনি আরও বলেন, জঙ্গিপুর পুরসভা বহুদিন থেকে কং-গ্রেসের দখলে থাকায় সরকারী হস্ত-ক্ষেপের চেষ্টা চলছিল। বর্ত্তমান গোলমালের সামান্য ছুতোয় সে চেষ্টা বাস্তবে রূপ নিল মাত্র। এই প্রতি-বেদক সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলে দেখেছেন, শহরের অরাজ-নৈতিক মানুষেরা সকলেই সরকারের হাতে পুরসভা চলে যাওয়ায় মনেপ্রাণে খুশী। তাঁদের অভিমত—ষাঁড়ে ষাঁড়ে লড়াইয়ে উলুখাগড়ার প্রাণ যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছিল শহরের। যেভাবে ক্ষমতাশালী কমিশনাররা পুরকর্মী নিয়োগ নিয়ে খেলা খেল-ছিলেন তার থেকে অন্ততঃ মুক্তি পাওয়া গেল। তাঁদের মতে বর্ত্তমান বোর্ডের এক বছরের ইতিহাস এক দুঃস্বপ্নের ইতিহাস।

শেষ খবরঃ ক্ষমতাচ্যুত কমিশনার-দের একাংশ সরকারী আদেশের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে মহামান্য হাই-কোর্টের দ্বারস্থ হচ্ছেন বলে জানা যায়।

আন্দোলন অযৌক্তিক

(১ম পৃষ্ঠার পর)

করে কাজের পরিবেশ নষ্ট করছিলেন। এঁদের বিরুদ্ধে ম্যানেজমেন্টের কর্ম-কর্তাদের জানিয়েও কোন ফল হয়নি। চার্জশিট বা শোকজ করা হলেও চাপ সৃষ্টি করে তা তুলে নেওয়া হচ্ছিল। আত্মরক্ষার প্রয়োজনে বাধ্য হয়ে এক্সিকিউটিভ অফিসারেরা এ্যাসোশিয়েশন গঠন করেন। সিটু ইউনিয়ন কর্মী সাধারণের মধ্যে এক ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করে চলেছেন যে এক্সিকিউটিভ এ্যাসোশিয়েশন ওয়ার্কার্স-দের উপর হিটলারী দাপট চালাতেই সংঘবদ্ধ হয়েছেন। এক্সিকিউটিভ এ্যাসোশিয়েশন থেকে ঘোষণা করা হয় কর্মক্ষেত্রে সুষ্ঠু ট্রেড ইউনিয়ন ভূমিকা তাঁরা পালন করে চলেছেন এবং কোন ভাবেই কোন সংস্থার কর্মপদ্ধতির বিরোধীতা তাঁরা করেননি। ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন তাঁদের বিরুদ্ধে এ্যাসোশিয়েশন কর্তৃক আনীত সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেন। সিটুর এক মুখপাত্র আমাদের প্রতিনিধিকে জানান, সি, এম, ও র প্রতি তাঁরা কোন দুর্ব্যবহার করেননি। শুধুমাত্র তাঁর খামখেয়ালীর প্রতিবাদে তাঁরা ট্রেড ইউনিয়নের অর্জিত ক্ষমতা বলে আন্দোলনের সামিল হন। তাঁরা আরোও বলেন, তথ্যানুসন্ধান কমিটিও সি, এম, ও র উপর কোন শারীরিক নির্য্যাতন হয়েছে এমন কথা স্পষ্টভাবে বলেননি। তাই তাঁদের উপর শাস্তি-মূলক ব্যবস্থাকে অন্যায় অবিচার বলে তাঁরা মনে করে এবং আদেশগুলি প্রত্যাহারের জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। সেক্ষেত্রেও তাঁরা আইনকে সম্মান জানাতেই সংরক্ষিত এলাকার বাইরে মেনগেটের সামনে ধর্ণা, শ্লোগান জমায়েত করে চলেছেন। প্রয়োজনে ধর্মঘটের সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। এন টি পি সি ম্যানেজমেন্টের তরফে এক বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জানানো হয়েছে, কর্মীদের আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থা আয়ত্তে আনতে অন্যায়কারীদের বিরুদ্ধে সাময়িক বরখাস্ত ও চার্জশীটের আদেশ দেওয়া হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট আরও জানান, সাময়িক সাসপেনশন বা চার্জশীট কোন শাস্তি নয়। কেননা আইন মোতাবেক দোষী সন্দেহে যে সব কর্মীকে ঐ আদেশ দেওয়া হয়েছে তাঁদেরকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার সুযোগও দেওয়া হয়েছে। তাঁরা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে পারলে নির্দোষ বলে গণ্য হতে পারবেন। অতএব ঐসব আদেশ প্রত্যাহারের দাবী অযৌক্তিক বলে ম্যানেজমেন্ট মনে করেন।

বর্তমান অবস্থা দেখে এই প্রতিবেদকের ধারণা এক্সিকিউটিভ অফিসারস বনাম কর্মীদের বহুদিন ধরে চলে আসা ঠাণ্ডা লড়াই এর ফলশ্রুতিই আজ বিশাল আকার ধারণ করে কাজের ক্ষতি করছে।

বিজ্ঞপ্তি

জংগীপুর প্রথম মুনসেফী আদালত

মোঃ নং ২৬০/৮৩ স্বত্ব

বাদী—শ্রীমতী পূর্ণবালা দাসী বনাম

বিবাদী—পঃ বঃ সরকার ও আরোও ৩৬ জন

এতদ্দ্বারা থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন গিরিয়া মৌজার জন-সাধারণের উদ্দেশ্যে জানান যাইতেছে যে শ্রীমতী পূর্ণবালা দাসী স্বামী বলরাম দাস, সাং আমুহা, থানা সুতী, জেলা মুর্শিদাবাদ মহাশয়া থানা রঘুনাথগঞ্জের অধীন গিরিয়া মৌজার ১১৭২ নং দাগের ২৬·২৬ শতক মধ্যে উত্তর পূর্ব্বাংশের ৫·৬৮ শতক সম্পত্তি সম্পর্কে পঃ বঃ সরকার ও ৩৬ জন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্বত্ব সাব্যস্তে চিরস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনায় মোকর্দমা দায়ের করিয়াছেন। উক্ত মোকর্দমায় কাহারও কোন আপত্তি বা বক্তব্য থাকিলে এই বিজ্ঞপ্তি প্রদানের ৩০ দিন মধ্যে স্বয়ং বা আইনানুযায়ী উপযুক্ত নির্দেশ ও ক্ষমতা প্রাপ্ত ওয়াকিবহাল উকিলবাবু দ্বারা উপস্থিত হইয়া বিবাদী শ্রেণীভুক্ত হইয়া জবাব দাখিল করিয়া উক্ত নং মোকর্দমা Contest করিতে পারিবেন। তদন্যথায় আইন মোতাবেক মোকর্দমার শুনানী ও নিষ্পত্তি করা হইবে।

By order of the Court
Anil Kr. Majhi, Sheristader,
Munsif 1st Court, Jangipur

বিয়ের মরশুমে প্রিয়জনকে শ্রেষ্ঠ উপহার একটি ষ্টীল আলমারী দেওয়ার কথা নিশ্চয়ই ভাবছেন। আসুন, "সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউসে" আপনার পছন্দমত জিনিষটি দেখে নিন। প্রতিটি জিনিষেই পাবেন বিক্রয়োত্তর সেবা।

সেনগুপ্ত ফার্ণিচার হাউস

রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট) মুর্শিদাবাদ

যৌতুকে VIP
সকল অনুষ্ঠানে VIP
ভ্রমণের সাথী VIP
এর জুড়ি কি আর আছে!

সংগ্রহ করতে চলে আসুন দুলুর দোকানের
VIP সেন্টারে
এজেন্ট
প্রভাত ষ্টোর (দুলুর দোকান)
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ

বসন্ত মালতী

রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য

সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড

কলিকাতা ॥ নিউ দিল্লী

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) পণ্ডিত প্রেস হইতে
অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত